তারিখ 02 MAR 2016
পৃ. ২৬ কলাম ৬

দৈনিক
ইত্তেফাক

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা

কঙ্কন সরকার, তত্ত্বাবধায়ক, শিশুবান্ধব পাঠশালা সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা ।

এবার বাংলাদেশের যেকোনো উৎসব সম্পর্কে অনুচ্ছেদ রচনা লিখতে বলা হয়েছে । অবশ্য পরীক্ষায় ২০০ শব্দের মধ্যে রচনা লিখতে বলা হবে এবং কিছু সংকেত দেওয়া থাকবে । তোমাদের জন্য আজ একটি রচনা দেওয়া হলো ।

ঈদ উৎসব

সূচনা : 'ঈদ' আরবি শব্দ । ঈদ মানে খুশি বা আনন্দ । ঈদ মুসলমানদের ঘরে খুশির বার্তা নিয়ে আসে । মিলনের বহি: প্রকাশ ঘটায় । ছোট-বড়, ধনী-গরিব সবাই নিজ ভেদাভেদ ভুলে এদিনে আনন্দে মেতে ওঠে । আর হাসি মাখা মুখে উচ্চারিত হয় ঈদ মোবারক, ঈদ মোবারক ।

প্রকার ভেদ : মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনে বৎসরে দুটি ঈদ উৎসব পালিত হয়ে থাকে । একটি 'ঈদুল ফিতর' আর একটি 'ঈদুল আযহা' ।

ঈদুল ফিতর : 'ঈদুল ফিতর' শব্দটি আরবি শব্দ । দীর্ঘ এক মাস রোজা রেখে সংযম সাধনার মধ্য দিয়ে পালন করা হয় ঈদুল ফিতর । এটি শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখে অনুষ্ঠিত হয় । অর্থাৎ রমযান মাসের রোজা রাখার পর শাওয়াল মাসের নতুন চাঁদ দেখা দিলে পরদিন ঈদুল ফিতর অনুষ্ঠিত হয় ।

ঈদুল ফিতরের ইতিহাস : হযরত মুসা (আ.) মিশরের অত্যাচারী নরপতি ফেরাউনের কবল থেকে উদ্ধার লাভ করে নিজ শিষ্যদেব নিয়ে যে স্বাধীনতা উৎসব পালন করেন তারই আদর্শ অনুসারে ঈদুল ফিতর উৎসব পালিত হয় ।

ঈদুল ফিতর উদযাপন : খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে গোসল করে খোশবু আতর মেখে জর্দা-সেমাই খেয়ে নতুন এবং পরিস্কার জামাকাপড় পরে মুসলমান পুরুষেরা ঈদগাহে নামাজ পড়তে যায় । নামায পড়ার আগে সদকায়ে ফিৎরা আদায় করা ওয়াজিব হিসেবে গণ্য করা । প্রত্যেক মুসলমানের বাড়িতে সাধ্যমত সুস্বাদু ও বিভিন্ন রকমের খাবারের আয়োজন করা হয় । নামাজ শেষে একে অপরের সাথে কোলাকুলি করে কুশল বিনিময় করে । গরীব-দুঃখী মানুষের মুখে সেদিন খাবার বিলিয়ে দেয় ও মুক্ত হস্তে দান করে । অনেককে দাওয়াত করিয়ে খাওয়ানো হয় । ধনী মুসলমানেরা গরীবদের মাঝে নিয়মানুযায়ী জাকাত দেয় । বাঙালি মুসলমান সমাজে সুর ভেসে বেড়ায়— 'রমজানের ওই রোজার শেষে এলো খুশির... আর ঈদ মোবারক ।'

ঈদুল আযহা : ঈদুল আযহা শব্দটিও আরবি শব্দ । এর অর্থ উৎসর্গের উৎসব । ঈদুল ফিতরের দুই মাস দশ দিন পর এর উৎসব পালিত হয় ।

ঈদুল আযহার ইতিহাস : আল্লাহ তায়ালা ইব্রাহিম (আ.) কে তার প্রিয় বস্তু কোরবানীর নির্দেশ দেন । তিনি উট ও দুম্বা কোরবানি দেয়ার পরও বার বার একই স্বপ্ন দেখলেন । পরে প্রিয় বস্তু চিন্তা করে প্রিয় পুত্র ইসমাইল (আ.) কে কোরবানি দেয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন । আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য চোখ বেঁধে পুত্র ইসমাইলের গলায় ছুরি চালালেন তখনই দৈব্য বাণী হয় যে, তাঁর অপূর্ব উক্তির পরিচয় পেয়ে আলাহ খুশি হয়েছেন । তিনি তাঁর ইমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন এবং তাঁর পুত্রের পরিবর্তে দুম্বা কোরবানি করার নির্দেশ পেলেন । এরপর থেকেই মুসলমানদের মধ্যে উট, গরু, দুম্বা, ছাগল কোরবানি দেয়ার নিয়ম প্রচলন হয় ।

ঈদুল আযহার উদযাপন : জিলহাজ্ব মাসের দশ তারিখে মুসলমানেরা জামায়াতে ঈদুল আযহার নামাজ আদায় করে । এরপর সামর্থবান মুসলমানেরা গরু, উট, দুম্বা, ছাগল আল্লাহতায়ালার নামে জবেহ করে এবং বিধান অনুযায়ী গরীব মিসকিন ও আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বিলিয়ে দেয় ।

ঈদ উৎসবের তাৎপর্য : ঈদ উৎসবের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অশেষ । জীবনে এর প্রভাব অপরিসীম । ঈদুল ফিতর যেমন সংযম সাধনা, ত্যাগ, মহত্ত্ব পরীক্ষা এর শিক্ষা দেয় তেমনি ঈদুল আযহা ত্যাগের মহীমায় আল্লাহর নৈকট্য লাভের শিক্ষা দেয় ।

উপসংহার : বস্তুত 'ঈদ উৎসব সকলের মাঝে সাম্য, মৈত্রীর বন্ধনের শিক্ষা দেয় । মুসলমানদের জন্য এটি মহামিলন ক্ষেত্র । ধনী-গরিব সবাই পারস্পারিক হিংসা দ্বেষ ভুলে গিয়ে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয় । কবির ভাষায় — "ইসলাম বলে সকলের তরে মোরা সবাই, সুখ দুঃখ সমভাগ করে নেব ভাই ।"